তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৪৮

**চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী হয়ে উঠতে হবে**

**-- পানিসম্পদ উপমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর) :

আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশের কারিগর হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আসবে তার উপযুক্ত জনশক্তি হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসিম উদ্দিন হল ডিবেটিং ক্লাব আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে এবং ডিজিটাল আর্কিটেক সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে প্রযুক্তির উদ্ভাবনী সংস্কৃতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। এই সুযোগ গ্রহণ করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই প্রজন্মকে প্রস্তুত হতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০০টি শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলছেন। এই কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের লোক দরকার। সেখানে পরিচালনা থেকে শুরু করে শ্রমিক সব ক্ষেত্রেই আমাদের দক্ষ জনশক্তি দরকার। আন্তর্জাতিকভাবেও বহু দেশ দক্ষ জনশক্তি চায়। সেভাবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। কাজেই সেভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত, সমৃদ্ধ, স্মার্ট সোনার বাংলা করতে পারি, সেই কারিগর হিসেবে শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে গড়ে তুলবে।

এনামুল হক শামীম বলেন, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা সব সময়ই সবচেয়ে বেশি আস্থা রেখেছেন তরুণ প্রজন্মের উপর। জাতির পিতার কন্যা বিশ্বাস করেন ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের জন্য এখন সব নির্ভর করছে আমাদের ইয়াং জেনারেশন ও যুব সমাজের ওপর। তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের উন্নতি- এটাই ছিল আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহার। সেই কাজ এখনো ব্যাপক পরিসরে চলমান।

উপমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াতের ক্ষমতামলে এক প্রকার দুর্নীতিগ্রস্থ, সন্ত্রাসের আঁতুরঘরে পরিণত হওয়া অসম্ভবের বাংলাদেশকে সকল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এ রূপান্তরিত করাটা যেমন একটি সচেতন ও স্বাধীনতাকামী মানুষদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধু তনয়ার সম্মিলিত সাহসী প্রচেষ্টার ফলাফল; তেমনি স্মার্ট বাংলাদেশ অর্জনও একটি চলমান প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে অপেক্ষমান অর্জন। একটি প্রজন্মকে বিশেষত তরুণ প্রজন্মকে মনস্তাত্ত্বিক ও হৃদয় দিয়ে দেশপ্রেমের দিকে উদ্ভুদ্ধ করতে পারলে এই লক্ষ্য অর্জনের দুঃসাহসী ও বৈপ্লবিক পরিকল্পনা সফল হতে খুব স্বল্প সময়ের প্রয়োজন হবে। ভবিষ্যতের জন্য টেকসই জাতি ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু কন্যার কোনো বিকল্প বর্তমানে বাংলাদেশে নেই।

ভবিষ্যত বাংলাদেশকে জানতে হলে ডিবেটিংয়ের বিকল্প নেই জানিয়ে উপমন্ত্রী বলেন, বির্তক প্রতিযোগীতার মাধ্যমে নিজের মেধাকে যাচাই করার সুযোগ থাকে। দেশ-বিদেশ সর্ম্পকে আরো ব্যাপক জানা যায়। প্রযুক্তির সঙ্গে প্রতিযোগীতায় আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কারণ আজকের শিক্ষার্থীই আগামী দিনের বাংলাদেশের হাল ধরবে।

কবি জসিম উদ্দিন হলের সভাপতি এস এম ফরহাদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পিএসসির সদস্য অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপচার্য মাহবুবা নাসরিন, জসিমউদ্দীন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম শাহীন খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সোহেল রানা টিপু, গবেষক সেলিম মাহমুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মাজহারুল কবির শয়ন, সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত প্রমুখ। এতে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬টি দল অংশগ্রহণ করেন।

#

গিয়াস/আরমান/সেলিম/২০২৩/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৪৭

**প্রধানমন্ত্রী গণমাধ্যমের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে চলেন**

**-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ব্রডকাস্ট জার্নালিজম গণমাধ্যমের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে বেসরকারি টিভি চ্যানেল ‘একুশে টিভি’ সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছিলেন। একুশে টিভির সাংবাদিকগণ বর্তমানে অনেক গণমাধ্যমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দেশে প্রায় পঞ্চাশটির মতো বেসরকারি টিভি চ্যানেল রয়েছে। এছাড়া অনলাইনভিত্তিক ওয়েবপেইজ রয়েছে প্রচুর। সরকার এসব বিষয়ে সজাগ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা গণমাধ্যমের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে চলেন। অগ্রগতি বুঝেন, তাদের বিষয়ে কাজ করেন। মানুষ এখন অল্প সময়ে বেশি জানতে চায়। সে কারণে ব্রডকাস্ট জার্নালিজমটা গুরুত্বপূর্ণ।

আজ ঢাকায় বাংলা একাডেমিতে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি) এর চতুর্থ সম্মেলনের অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নতুনদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কীভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে বিজেসি’র নেতৃবৃন্দ কাজ করছেন। অনেকেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গেছেন, ভালো করছেন। ব্রডকাস্ট জার্নালিস্টগণ কঠিন অবস্থায় ধ্বংস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করে থাকেন। গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চারটি মূলস্তম্ভের মধ্যে অন্যতম একটি। আমরা যারা রাজনীতি করি, তাদের যেমন দায় আছে তেমনি সাংবাদিকদেরও সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি দায় আছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি দেশের জন্য অনেক কিছু করে দিয়েছেন। তিনি যা দিয়েছেন যথেষ্ট, এজন্য আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ। উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য তিনি কাজ করছেন। এতে চ্যালেঞ্জ আছে, চেষ্টার কমতি নাই। গণমাধ্যমের বন্ধুরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে থাকলে তিনি আরো সাহসী হবেন, শক্তি পাবেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে আপনাদের সাহস ও শক্তি থাকলে পথ হারাবে না বাংলাদেশ।

বিজেসি’র চেয়ারম্যান রেজাউল রেজওয়ানুল হক রাজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আজকের পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গোলাম রহমান, জুরি বোর্ড সদস্য মিনহাজ মোসলেম, সম্মেলন কমিটির আহ্বায়ক মানস ঘোষ, সদস্য সচিব শাকিল আহমেদ প্রমুখ।

প্রতিমন্ত্রী বিজেসি অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৪৬

**মরক্কোয় ভূমিকম্পে নিহতের ঘটনায় রাষ্ট্রপতির শোক**

ঢাকা, ২৫ ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন মরক্কোয় ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

রাষ্ট্রপতি আজ এক শোকবার্তায় ভূমিকম্পে নিহতদের আত্মার মাগফিরাত ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন এবং মরক্কোর সরকার ও জনগণ ধৈর্যের সাথে এ দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

#

রাহাত/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৮৪৫

**শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান**

**কবি ও প্রাবন্ধিক জসিম চৌধুরীর ৫টি বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ২৫ ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বর্তমান সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়নে এক মাইলফলক স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন আজ দৃশ্যমান। আজ বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান মিলনায়তনে কবি ও প্রাবন্ধিক জসিম চৌধুরীর ৫টি বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ঝুমঝুমি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত কবি ও প্রাবন্ধিক জসিম চৌধুরী রচিত ‘লাইক ফাদার লাইক ডটার’, ‘নারী উন্নয়নে দেশরত্ন শেখ হাসিনা’, ‘অটিজম বাংলাদেশ-প্রেক্ষিত, সাফল্য ও সম্ভাবনা’, ‘ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ-সাফল্য ও সম্ভাবনা’, এবং ‘শেখ হাসিনা ও ইসলাম প্রসার’ এই পাঁচটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, কবি ও গবেষক ড. নূহ-উল-আলম লেনিন। পাঁচটি বইয়ের ওপর আলোচনা করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, কথাসাহিত্যিক ঝর্না রহমান ও ‘মণি সিংহ-ফরহাদ স্মৃতি ট্রাস্টে’র সভাপতি শেখর দত্তসহ অন্যান্য গুণিজন।

সভাপতির বক্তব্যে ড. নূহ-উল-আলম লেনিন বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে পাল্টে যাচ্ছে সারা বিশ্বের চিত্র। ২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিলে একটি বিশেষ মহল এটা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতেও ছাড়েনি। কিন্তু দমে যাননি বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা। কারণ তাঁর ধমণীতে বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তব ও দৃশ্যমান। ডিজিটাল বাংলাদেশ যখন দৃশ্যমান তখন বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা এবার ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’। বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে জনগণ এখন প্রস্তুত।

লেখকের প্রতিক্রিয়ায় কবি ও প্রাবন্ধিক জসিম চৌধুরী বলেন, গত ১৫ বছরের ইতিহাস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের এগিয়ে যাবার ইতিহাস, উন্নয়নের ইতিহাস। আগামী দিনে দেশ এবং কালের সাক্ষী হয়ে কথা বলবে পদ্মাসেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-চট্টগ্রাম ফোর লেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু টানেল, মেট্রোরেল, পদ্মসেতুর রেল সংযোগ, বঙ্গবন্ধু রেলসেতুসহ অসংখ্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। একজন লেখক হিসেবে উন্নয়নের এই মহাকালকে মলাটবন্দি করে রাখা আমি আমার নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে মনে করে কাজটি করেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে এটি সময়ের দাবি। কতটুকু সফল হয়েছি তা মূল্যায়নের ভার পাঠকের হাতে ছেড়ে দিলাম।

ঝুমঝুমির প্রধান নির্বাহী ছড়াকার ও প্রাবন্ধিক পাশা মোস্তফা কামালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঝুমঝুমি প্রকাশনের প্রকাশক শায়লা রহমান তিথি।

#

পাশা/আরমান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/২১২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর : ৮৪৪

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে নারীদের উন্নয়ন অব্যহত রয়েছে**

**- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

 বান্দরবান, ২৫ ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে নারীদের উন্নয়ন অব্যহত রয়েছে। নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার বিনামূল্যে নারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, ভাতা এবং সেলাই মেশিন প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

আজ বান্দরবান জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বান্দরবানের নারীদের সেলাই মেশিন, প্রশিক্ষণ ভাতা, সনদ পত্র ও অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পার্বত্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করছে এবং নারীরা আগের চেয়ে এখন আরো বেশি কর্মঠ ও দক্ষতার সাথে নিজ নিজ পেশায় সফলতার স্বাক্ষর রাখছে। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বান্দরবানে অনগ্রসর নারীদের সেলাই মেশিন, প্রশিক্ষণ ভাতা, সনদপত্র ও স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির মাঝে অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ১৮০জন নারীকে সনদপত্র ও ১২হাজার টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা, ৪৫জন নারীকে ১টি করে সেলাই মেশিন এবং ২৮টি স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির মাঝে সর্বমোট আট লাখ পঁচিশ হাজার টাকার অনুদানের চেক বিতরণ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী।

বান্দরবান জেলা প্রশাসক শাহ্ মোজাহিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে এসময় অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শাহ আলম, বান্দরবান পৌরসভার মেয়র মো. সামশুল ইসলাম, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান একে এম জাহাঙ্গীর, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে হাবিবা মীরা, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নারগিস সুলতানা, বান্দরবান জেলার মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আতিয়া চৌধুরী, প্রেসক্লাবের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বাচ্চুসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির নারী সদস্যরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/পাশা/আরমান/এনায়েত/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ৮৪৩

**বিএনপির আন্দোলনের হাট ভেঙে গেছে, নেতাদের দম ফুরিয়ে গেছে**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

 ঢাকা, ২৫ ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিএনপির আন্দোলনের হাট ভেঙে গেছে, নেতাদের দম ফুরিয়ে গেছে। তিনি বলেন, ‘আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে তারা ড. ইউনূসের ওপর ভর করেছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের ওপর ভর করা বিএনপি যে কখন কবিরাজদের কাছে যায়, সেটাই দেখার বিষয়।’

আজ রাজধানীর মোহাম্মদপুর টাউন হল চত্বরে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ আয়োজিত   
শান্তি-সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শান্তি সমাবেশ আয়োজনের কারণ তুলে ধরে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি তাদের মিত্রদের নিয়ে দেশে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। তারা আবার ২০১৩, ১৪, ১৫ সালের মতো আগুনসন্ত্রাস, মানুষ ও গাড়ি-ঘোড়া পোড়ানো, সহায়-সম্পত্তিতে আগুন দেওয়ার অজুহাত তৈরির জন্য আন্দোলন-আন্দোলন খেলা খেলছে। সে কারণে সরকারি দল হিসেবে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে দেশে-সমাজে, শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে কেউ যাতে   
শান্তি-শৃঙ্খলা-স্থিতি বিনষ্ট করতে না পারে সে জন্য জনগণের পাশে থাকার। এ জন্যই আমাদের শান্তি সমাবেশ।’

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘গত ডিসেম্বরে বিএনপি নয়াপল্টনে তাদের পার্টি অফিসের সামনের রাস্তায় সমাবেশের গোঁ ধরেছিল, রাস্তায় নাশকতা শুরু করেছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বদান্যতায় গুলশানের বাসায় থাকা দন্ডিত বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশেই নাকি ১০ ডিসেম্বর থেকে দেশ চলবে বলেছিল। এরপর তাদের অফিস থেকে পুলিশ তাজা বোমা, দুই হাজারের বেশি পানির বোতল, বস্তা বস্তা চাল-ডাল উদ্ধারের পর তারা গেল গোলাপবাগ গরুর হাটে সমাবেশ করতে। তারপর থেকে তারা বিদেশিদের কাছে ধরনা দেয় আর প্রতি মাসেই বলে আওয়ামী লীগের দিন নাকি শেষ। এই করতে করতে তাদের আন্দোলনের হাট এখন ভেঙে গেছে, মির্জা ফখরুল সাহেবসহ নেতাদের দম ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু ষড়যন্ত্র থামেনি, নির্বাচন ভন্ডুলের চক্রান্ত থামেনি।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মির্জা ফখরুল সাহেব বলেছেন তিনি গ্রেফতারের আশংকায় আছেন। আমরা কাউকে গ্রেফতার করতে চাই না। কিন্তু ‘চোরের মনে পুলিশ পুলিশ’। তিনি যদি নাশকতা, হামলা বা কোনো অপরাধের পরিকল্পনা করেন, তাহলে নিজেই আশংকা করতে পারেন। কারণ আমরা গ্রেফতার করতে না চাইলেও অপরাধের পরিকল্পনাকারী ও অপরাধীদের পুলিশ ছেড়ে দেবে না।’

‘এ সব কারণে নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে’ উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান বলেন, ‘দেশের ও মানুষের যে উন্নয়ন হয়েছে, তাতে আগামী নির্বাচনেও ইনশাআল্লাহ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা জনগণের ভোটে ধস নামানো বিজয় অর্জন করে পর পর চতুর্থবার এবং শুরু থেকে পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হবেন। আমরা আওয়ামী লীগ রাজপথের দল, রাজপথে ছিলাম, আছি, থাকব।’

মোহাম্মদপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যক্ষ এম এ সাত্তারের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে দপ্তর সম্পাদক ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, ঢাকা মহানগর উত্তর সভাপতি শেখ বজলুর রহমান, সহসভাপতি সাদেক খান এমপি, সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কচি, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আজিজুল হক রানা সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন। সমাবেশ শেষে আসাদ এভিনিউতে মিছিলের মাধ্যমে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

#

 আকরাম/পাশা/আরমান/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৪২

**শিক্ষার্থীদের মনে প্রাণে জাতির পিতার জীবন- আদর্শ ধারণ করতে হবে**

**-- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

গজারিয়া (মুন্সিগঞ্জ), ২৫ ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, শিক্ষার্থীদের জীবনের শুরু থেকেই মনে প্রাণে জাতির পিতার জীবন ও আদর্শ ধারণ করতে হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে হবে। শুধু জিপিএ-৫ পেলেই চলবে না, সুনাগরিক ও ভালো মনের মানুষ হতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার, সোনার মানুষ হতে হবে। নিজের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে দেশের উন্নয়ন ও মানুষের সেবা করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা বলেন, জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে ৩৭ হাজার ৬৭২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যে বই বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষার প্রসারে গুরুত্ব আরোপ করে নানা কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষকের চাকরি সরকারি করেন।

প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আজ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ‘গজারিয়া ইনস্টিটিউট অভ্ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি’ আয়োজিত গজারিয়া উপজেলার এসএসসির কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

গজারিয়া ইনস্টিটিউট অভ্ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির প্রতিষ্ঠাতা ড. এম এ মান্নান সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুলাহ আল মাহফুজ, শিক্ষাবিদ হাফিজ আহমদ।

অভিভাবকদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পরিবারই সন্তানদের নৈতিকতা শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান। আপনার সন্তান যেন অসৎ সঙ্গ, মাদক, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসী  ও সমাজবিরোধী কোন কাজে না জড়ায়। সন্তানেরা যেন স্মার্ট ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ভালো দিক গ্রহণ আর খারাপ বিষয়গুলো বর্জন করে সে সব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য সন্তান কোথায়, কাদের সাথে ও  কখন যায় সে বিষয়ে নিজের কর্মব্যস্ত জীবনেও তা খেয়াল করতে হবে। অনুষ্ঠানে গজারিয়া উপজেলার সাতশত এসএসসি কৃতি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট  প্রদান করা হয়।

**দৈনিক সভ্যতার আলো পত্রিকার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে যোগদান**

  মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আজ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ‘গজারিয়া ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি’ প্রাঙ্গণে দৈনিক সভ্যতার আলো পত্রিকার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রধান অতিথি হিসেবে কেক কাটেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, গণমাধ্যম সত্য, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বেগবান করে। সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের ভুমিকা রয়েছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার গণমাধ্যমবান্ধব সরকার। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩৫টি টেলিভিশন চ্যানেল চালু এবং ২ হাজার ৬৫৪টি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ট্রাস্ট থেকে দুস্থ ও অসচ্ছল সাংবাদিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। দৈনিক সভ্যতার আলো বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সব শ্রেণীর পাঠকের মন জয় করেছে। পত্রিকাটির এ অগ্রযাত্রা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকুক- সভ্যতার আলো ৮ বছর পদার্পণ উপলক্ষ্যে এটাই প্রত্যাশা।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দৈনিক ‘সভ্যতার আলোর সম্পাদক ও মুন্সীগঞ্জের বিশিষ্ট সাংবাদিক মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলসহ গণমাধ্যমকর্মী ও সুধীবৃন্দ।

#

আলমগীর/পাশা/আরমান/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ৮৪১

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

 ঢাকা, ২৫ ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ২ দশমিক ১৩ শতাংশ। এ সময় ৬১১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৩ জন।

#

 সুলতানা/আরমান/এনায়েত/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর: ৮৪০

**আপনারা তো সংখ্যালঘু না, আপনারা বাংলাদেশের নাগরিক**

**-- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন হয়েছি। জাতির পিতা অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তার কাছে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ভেদাভেদ ছিল না। তার কাছে সকলে বাঙালি ও বাংলাদেশি ছিল। ধর্মীয় সম্প্রীতিতে বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আবহমানকাল থেকেই এ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান। আমাদের দেশের জনগণ মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী। ধর্মীয় ভিন্নতা সত্যেও সবাই যুগ যুগ ধরে সম্প্রীতর বন্ধনে যুক্ত। এসব সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বলেছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক।

আজ বরিশাল সদর রোডস্থ অশ্বিনী কুমার (টাউন হল) হলে মাইনরিটি রাইটস ফোরাম, বাংলাদেশ- এর ৯ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন ও বিশেষ প্রতিনিধি সভায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেন, আসুন আমরা আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সকলে একত্রিত হয়ে দেশটাকে শান্তির ও একটি উন্নয়নশীল দেশে পৌঁছানোর জন্য সকলে মিলে কাজ করি। তাহলে আমাদের যে স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার, সেই লক্ষ্যবস্তুতে আমরা পৌঁছাতে সক্ষম হবো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা উন্নয়নশীল দেশ হয়েছি, প্রধানমন্ত্রী ও এই সরকারের লক্ষ্য ২০৪১ সালে সমৃদ্ধিশালী স্মার্ট বাংলাদেশ হবে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। কে কোন সম্প্রদায়, কে কোন ধর্মের এটা নিয়ে যদি আমরা ব্যস্ত থাকি, তাহলে সেভাবে আমরা লাভবান হতে পারব না। আসুন আমরা সবাই সবকিছু ভুলে যাই, আমরা সবাই বাঙালি-বাংলাদেশি এটা মনে রেখে উন্নয়নের জন্য কাজ করি, তাহলে সবাই মিলে ভালো থাকবো।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ধর্ম কখনো রাজনীতির হাতিয়ার হতে পারে না। সরকারি কোনো ক্ষেত্রে ধর্মের বিপক্ষে কাজ হয় না। আমরা যারা দেশের জন্য কাজ করি, তারা কেউ ধর্মের বিরোধিতা করি না। সম্প্রীতি মানে শুধু ধর্ম নয়, এর সঙ্গে সামাজিকতাও জড়িয়ে আছে। আমাদের সামনে এগোতে হলে সবাইকে সমানভাবে কাজ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শত বাধা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে স্বাবলম্বী করা এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা অনেক ভালো আছি, এটা অনেকে সহ্য করতে পারে না। গত ১৪ বছরে আমাদের দেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগামীতে আমরা আরও অনেক দূর যেতে চাই। স্বাধীনতার পর জাতীয় জীবনের ৫২ বছর সম্প্রীতি নিয়ে চলেছি। বাকি সময়ও ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখেই বাংলাদেশ চলবে।

পরে প্রতিমন্ত্রী বরিশাল ব্যাপ্টিস্ট মিশন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড. অনিল দে, বিশেষ অতিথি নবনির্বাচিত মেয়রের সহধর্মিণী লুনা আব্দুল্লাহ, মাইনরিটি রাইটস ফেরাম বরিশাল জেলার রণজিৎ দত্ত, বরিশাল আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এ্যাড. লস্কর নুরুল হক, বীর প্রতীক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দিন মানিক সহ নেতৃবৃন্দ।

#

গিয়াস/পাশা/আরমান/এনায়েত/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৮৩৯

**শিবচরে শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অফ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির নির্মাণ কাজের উদ্বোধন**

ঢাকা, ২৫ ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে ‘শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (SHIFT)’ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ।

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিন, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জি এস এম জাফর উল্লাহ্, মাদারীপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মারুফুর রশিদ খান বক্তৃতা করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী সন্তানদের আধুনিক ও স্মার্ট শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ প্রযুক্তিবিদ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিবচরের মাটিতে শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অভ্‌ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করে দিচ্ছেন। তিনি বলেন, এ সুযোগ আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

তিনি বলেন, পদ্মাসেতুর পর আজকে এখানে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পার্ক হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ পরিচালিত হলে বাংলাদেশ আরো উন্নত হবে এবং দেশে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে।

সভাপতির বক্তব্যে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বাংলাদেশের প্রথম গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদারীপুরের শিবচরে এই ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (শিফট) নির্মাণের কাজ শুরু হলো।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, উন্নত ও আধুনিক জীবন দানে টেকনোলজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সবচেয়ে স্মার্ট ও মডেল উপজেলা হবে শিবচর। এখান থেকে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশে নেতৃত্ব দেয়ার মতো ছেলে-মেয়ে তৈরি হবে। শত শত বছর ধরে যেভাবে অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, হার্ভার্ড, এমআইটি থেকে বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ জন্ম হয়েছে; ৭০ বছর ধরে ভারতে আইআইটি থেকে পড়াশোনা করে সুন্দর পিচাই গুগল সিইও হয়েছে তেমনি সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দেয়ার মতো ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ মেধাবী ছেলেমেয়েরা এখান থেকে তৈরি হবে।

পরে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে স্থানীয় ওমর ফারুক ও নাসির উদ্দিন মাতবরের হাতে ভূমি অধিগ্রহণের চেক বিতরণ করা হয়। এই মাসের মধ্যেই চেক হাতে পাবেন বাকি ক্ষতিগ্রস্তরা। মোট প্রায় ৭০একর জায়গার উপরে ১৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিবছর তিন শত দক্ষ আইটি বিশেষজ্ঞ এ প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসবে।

#

শহিদুল/আরমান/এনায়েত/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩৮

**সাইবার নিরাপত্তা আইনের ৪২ ধারার আইনি প্রয়োজন আছে**

**- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর):

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, সাইবার নিরাপত্তা আইনের ৪২ ধারার আইনি প্রয়োজন আছে। কারণ পুলিশের কাজ হলো যদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেটা বন্ধ করা, অপরাধ সংঘটিত হলে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে বিচারে সোপর্দ করা এবং সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা। তিনি বলেন, বিচারে সোপর্দ করতে গেলে কিছু ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রয়োজন হয় এবং এই সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা তাদের দায়িত্ব। ঐখানে যদি পুলিশের হাতটা বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে তো তারা সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবে না, কাজ করতে পারবে না। তিনি বলেন, এমন এমন জায়গা আছে, যেখানে তাৎক্ষণিক অ্যাকশনের প্রয়োজন হয়। এধরনের ক্ষেত্রেই কেবল ৪২ ধারা প্রয়োগ করা হবে।

আজ রাজধানীর বাংলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার -বিজেসির চতুর্থ সম্প্রচার সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে গিয়ে আনিসুল হক বলেন, ২০০৬ সালের আইসিটি আইনে ৫৭ ধারা যুক্ত করা হয়েছিল। এ ধারার বিষয়ে অনেক প্রশ্ন ও আপত্তি ছিল। আবার সাইবার স্পেস নিয়ন্ত্রণ বা সুরক্ষারও প্রয়োজন ছিল। এমন প্রেক্ষাপটেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করা হয়েছিল। এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল না সাংবাদিক, সংবাদ মাধ্যম বা স্বাধীন সাংবাদিকতা করার জন্য এটা একটা বাধা হয়ে দাঁড়াক। মোটেই এটা ইচ্ছা ছিল না এবং এটাও সত্য যে বাংলাদেশের সংবিধানে বাক-স্বাধীনতা এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার কথাটা একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চয়তা দেওয়া আছে।

মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যে অপব্যবহার হয়েছে তা সরকার সবসময় স্বীকার করেছে। তিনি জানান, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ৭ হাজার ১টি মামলা দায়ের হয়েছে। তারমধ্যে এখন আছে ৫ হাজার ৯৯৫টি। এই মামলার শতকরা ৯৫ ভাগ দায়ের করেছে বাংলাদেশের জনগণ। এর মধ্যে হয়তো রাজনীতিবিদরাও আছেন কিন্তু যখন দেখা গেল এই আইনের কিছুটা অপব্যবহার করা হচ্ছে তখন কিন্তু সরকার এটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে। এরপর সারা পৃথিবীর বেস্ট প্রাকটিসগুলো সম্বন্ধেও সরকার জ্ঞাত হয়েছে। এরপর যখন দেখা গেছে আইনটিতে কিছু কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন তখন সেটা নিয়ে কথা হয়েছে, সাইবার নিরাপত্তা আইনের খসড়া তৈরির সময়ও আলোচনা হয়েছে। প্রথম দফা আলাপে সরকার এটাকে আরো সহজ করার চেষ্টা করেছে। এখানে যেসব যৌক্তিক আপত্তি পাওয়া গেছে, সেগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে সাইবার নিরাপত্তা আইন করার সময় কারো সাথে আলাপ করা হয়নি, কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেউ হয়তো বলতে পারেন তার সঙ্গে তো আলাপ করা হয়নি, অমুকের সঙ্গে তো আলাপ করা হয়নি। কিন্তু এই আইনের বিষয়ে ধারণা নেওয়ার জন্য কোথায় অসুবিধা হচ্ছে, কোথায় কী করতে হবে, সেসব কথা বলার জন্য কিন্তু আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তারপরও যখনই আপত্তি উঠেছে, তখন আবারও আলাপ-আলোচনা করেছি। যাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে, তারা হলেন নির্বাচিত প্রতিনিধি। এরপর সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতেও আলোচনা হয়েছে। সেখানে বিএফইউজের বেশ কয়েকটি পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। মিথ্যা মামলার বিষয়ে তাদের যে পরামর্শ ছিল, সেটা নেওয়া হয়েছে। ২১ ধারার বিষয়ে বিএফইউজে থেকে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, তা গ্রহণ করা হয়েছে। এখন ৪২ ধারা নিয়ে একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু সাংবাদিক নয় সর্বক্ষেত্রে যারা কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মী আছেন তাদের সকলের স্বস্ব অবস্থানের সুরক্ষা প্রদানের বিষয়ে খুবই সিরিয়াস।

বিজেসির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান রেজোয়ানুল হক রাজার সভাপতিত্বে এবং একাত্তর টিভির প্রধান পরিকল্পনা সম্পাদক নূর সাফা জুলহাস ও সিনিয়র সাংবাদিক মুন্নী সাহার সঞ্চালনায় সম্মেলনের দুটি সেশনে সিনিয়র সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল, গ্লোবাল টিভির প্রধান সম্পাদক সৈয়দ ইসতিয়াক রেজা, অধ্যাপক ড. শফিউল আলম, এটিএন বাংলার প্রধান নির্বাহী সম্পাদক জই মামুন, এনটিভির বার্তা প্রধান জহিরুল আলম, একাত্তর টিভির বার্তা প্রধান শাকিল আহমেদ, নিউজ ২৪ এর নির্বাহী সম্পাদক রাহুল রাহা, ডিবিসির সম্পাদক প্রণব সাহা, চ্যানেল আইয়ের প্রধান বার্তা সম্পাদক জাহিদ নেওয়াজ খান ও সিনিয়র সাংবাদিক নজরুল কবীরসহ প্রমুখ সাংবাদিকতার নীতি, সুরক্ষা ও স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করেন।

#

রেজাউল/এনায়েত/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩৭

**জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

**---গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ২৫ ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, অসহায় দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দুঃস্থ, ভূমিহীন ও নিরাশ্রয় মানুষকে তিনি যেমন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তেমনি সমাজের সচ্ছল ও স্বাবলম্বী মানুষের জীবনকে আরো সহজ সরল ও সাবলীল করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তৃণমূলের স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিয়ে মানুষকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পর্যাপ্ত ব্রিজ কালভার্ট রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ নির্মাণ করে মানুষের শিক্ষা স্বাস্থ্য স্যানিটেশনসহ জীবনধারণের সব মৌলিক উপকরণ সহজলভ্য করেছেন। যানজটমুক্ত আধুনিক পরিকল্পিত শহর করার লক্ষ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো করে দিয়েছেন। ফলে সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে মানুষের উন্নত জীবনযাত্রা এবং স্বচ্ছলতা এসেছে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানুষ যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন করছে। মানুষ এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা দেখতে চায়। এজন্য আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে তারা আবারো বিপুল ম্যান্ডেট দিয়ে জয়যুক্ত করবে।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী তারাকান্দা ও ফুলপুর উপজেলার ফুলপুর পৌরসভা, সাহাপুর বাজার, ৪নং সিংহেশ্বর ইউনিয়নের মোকামিয়া বাজার, ১নং ছনধরা ইউনিয়নের কাশিগঞ্জ বাজার, ৩নং ভাইটকান্দি ইউনিয়নের ভাইটকান্দি বাজার, শ্যামপুর বাজার, ২নং রামভদ্রপুর ইউনিয়নের গোয়াডাংগা বাজার, চরনিয়ামত কাঁঠালতলী বাজার, চায়না মোড়, ৬নং পয়ারী ইউনিয়নের পয়ারী বাজারে, কালিবাড়ী মোড়সহ বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে একাধিক পথসভায় অংশগ্রহণ করেন এবং গণসংযোগ করেন। তারাকান্দা ও ফুলপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ সময় তার সাথে গণসংযোগে অংশগ্রহণ করেন।

#

রেজাউল/এনায়েত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৮৩৬

**মানবিক বাংলাদেশকে সন্ত্রাসবাদের কাছে সপে দিতে পারি না**

**-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

দিনাজপুর, ২৫ ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, মানবিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এই মানবিক দেশকে আমরা কোন সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার কাছে সপে দিতে পারি না বরং এই বাংলাদেশকে ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদের প্রতিটি নাগরিকের।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরে রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভুলে গেলে চলবে না আমাদের পূর্বপুরুষেরা জীবন দিয়ে দেশ স্বাধীন করে গেছেন। আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘রক্ত দিয়ে হলেও দেশের মানুষের ঋণ পরিশোধ করে যাব।’ কী শ্রদ্ধাবোধ ছিলো মানুষের প্রতি। এই শ্রদ্ধা কী আমরা দেখাতে পেরেছি? তিনি শুধু নন, তার পুরো পরিবার দেশের জন্য জীবন দিয়ে গেছেন। তাই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর ভাবাদর্শ সঙ্গে নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখে তিনি বলেন, সব ধর্মের মানুষ এক না হলে কখনো মানবতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারতের আলমোড়ার রামকৃষ্ণ কুটীরের অধ্যক্ষ স্বামী ধ্রুবেশানন্দজী মহারাজ। স্বাগত বক্তব্য দেন নারায়নগঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী একনাথানন্দ মহারাজ।

#

জাহাঙ্গীর/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২৩/১৫২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ৮৩৫

**জনপ্রতিনিধিরা চেষ্টা করলে জনগণের ভাগ্য আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব**

**-স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, পৃথিবীর উন্নত দেশের উন্নয়নের ইতিহাস জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমেই রচিত হয়েছে। জনপ্রতিনিধিরা যদি দক্ষ হয়, সেই দক্ষতার ছোঁয়া জনগণের জীবনেও প্রভাব ফেলে। মানুষের কল্যাণে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকলে জনগণের ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব। মন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, সেজন্য বঙ্গবন্ধুকে শত নির্যাতন, জেল-জুলুম দিয়েও বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের পথ থেকে বিচ্যুত করা যায়নি।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটে পাঁচদিনব্যাপী খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত কাউন্সিলরদের জন্য আয়োজিত ‘সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ’ কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের উদ্ভাবনী শক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, আপনারা যারা আজকে এখানে উপস্থিত তারাই আপনাদের এলাকার মানুষ এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানবেন। সেই সমস্যার সমাধানে উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় মানুষ সুযোগ পেলে অনেক কঠিন সমস্যারও সহজ সমাধান বের করে ফেলতে পারে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মোঃ তাজুল ইসলাম স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে রাজস্ব আদায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, মানুষ যদি তাদের প্রদত্ত করের টাকায় বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা ভোগ করে তাহলে তারা কর প্রদানে উৎসাহিত হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় কাউন্সিলরদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক সালেহ আহমেদ মোজাফফর এবং সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহাম্মদ ইবরাহিম।

#

হেমায়েত/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২৩/১৫৪২ঘণ্টা